মানুষের মন

বনফুল

❑ গল্পটি পড়ে জানতে পারব

- ❍ ডাক্তার আর জ্যোতিষীর মতের পার্থক্য সম্পর্কে
- ❍ বৈজ্ঞানিক আর বৈষ্ণবের আচরণগত পার্থক্য সম্পর্কে

❑ লেখক পরিচিতি

নাম	**প্রকৃত নাম :** বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। **ছদ্মনাম/সাহিত্যিক নাম :** বনফুল।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম তারিখ** : ১৯শে জুলাই, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ। **জন্মস্থান** : বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মনিহারি।
শিক্ষাজীবন	**মাধ্যমিক** : ম্যাট্রিক (১৯১৮)। **উচ্চ মাধ্যমিক** : আইএসসি (১৯২০), সেন্ট কলম্বাস কলেজ। **উচ্চতর শিক্ষা** : ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ডাক্তারি পাস করেন।
কর্মজীবন/পেশা	প্যাথলজিস্ট।
সাহিত্য সাধনা	**উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :** স্থাবর, জঙ্গম, হাটেবাজারে, শ্রীমধুসূদন ও বিদ্যাসাগর, মন্ত্রমুগ্ধ, কিছুক্ষণ, বিন্দুবিসর্গ, দ্বৈরথ, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি। পাখির পৃথিবী নিয়ে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ডানা'।
পুরস্কার ও সম্মাননা	**সম্মাননা** : পদ্মভূষণ, ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধি। **পুরস্কার** : রবীন্দ্র পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক।
মৃত্যু	৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. 'মানুষের মন' গল্পে পল্টু কে? (গ)
ক. নরেশের ভাই খ. পরেশের পুত্র
গ. তপেশের পুত্র ঘ. তপেশের ভাই

২. কী কারণে নরেশ ও পরেশের মনের গতিবিধি ঘুরে যায়?
i. ডাক্তারের চিকিৎসায় পল্টুর অবস্থা খারাপ হওয়ায়
ii. চরণামৃত পান করে পল্টুর অবস্থা খারাপ হওয়ায়
iii. বিপরীতধর্মী চিকিৎসায় পল্টুর অবস্থা খারাপ হওয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক? (ঘ)
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. iii

৩. নরেশ ও পরেশ এই দুই সহোদরের ব্যাপারে নিচের কোন তথ্যটি ঠিক? (গ)
ক. দুজনই নিরামিষভোজী
খ. দুজনই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন
গ. দুজনই পল্টুকে ভীষণ ভালোবাসে
ঘ. দুজনেরই আগ্রহ আছে রামায়ণের প্রতি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
নরেশ ও পরেশ উভয়েই তাহাকে কোনো নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না। যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পল্টু তাহার আদর্শই বরণ করিবে।

৪. 'তাহার আদর্শই বরণ করিবে'– এ অংশে তাহার বলতে বোঝানো হয়েছে : (ঘ)
ক. পল্টুকে খ. নরেশকে
গ. পরেশকে ঘ. নরেশ ও পরেশকে

৫. উদ্ধৃতাংশের লেখক– (খ)
ক. টেকচাঁদ ঠাকুর খ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
গ. অন্নদাশংকর রায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।
যখন নরেশের 'কমবাইন্ড হ্যান্ড' চাকর নরেশের জন্য 'ফাউল কাটলেট' বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়িতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ট রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত। তবে উভয়েই পল্টুকে সমভাবে আদর-স্নেহ করিত।

ক. 'একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক'– গোঁড়া বৈজ্ঞানিকের নাম কী? ১
খ. উদ্ধৃত অংশ অবলম্বনে নরেশ ও পরেশের জীবনযাপনের বর্ণনা দাও। ২
গ. নরেশ ও পরেশের জীবনাদর্শের কোনটি তোমার কাছে পছন্দনীয়? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. পল্টুর প্রতি নরেশ ও পরেশের দুর্বলতার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১ এর ক নং প্র. উ.

গোঁড়া বৈজ্ঞানিকের নাম নরেশ।

১ এর খ নং প্র. উ.

পরেশ ও নরেশের জীবনযাপন পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত।

➧ পরেশ ও নরেশের আগ্রহ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়ের প্রতি। পরেশ তীব্রভাবে বিজ্ঞানমনস্ক। তার জীবনযাপনের পদ্ধতিতে তার ছাপ স্পষ্ট। অন্যদিকে নরেশ গোঁড়া বৈষ্ণব। নিজে রান্না করে নিরামিষ খাবার খায় আর যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পাঠে মগ্ন থাকে। দুজনের মাঝেই নিজ নিজ ৰেত্র নিয়ে গোঁড়ামি দেখা যায়।

১ এর গ নং প্র. উ.

নরেশ ও পরেশের জীবনাদর্শের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার বিচারে নরেশের জীবনাদর্শটি আমার ভালো লেগেছে।

➧ নরেশ ও পরেশ সহোদর ভাই হলেও তাদের আচার আচরণে রয়েছে ব্যাপক তফাত। নরেশ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় বিশ্বাসী। আর পরেশ ধর্মচর্চায় বেশি আগ্রহী।

➧ নরেশ আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করতে চায় সে। কেননা বিজ্ঞান মানেই যুক্তির মাধ্যমে কোনো কিছুর কারণ অনুসন্ধান করা। তার চেহারা ও চালচলনে বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। এসব কারণেই পরেশের জীবনাদর্শ আমাকে অধিক আকর্ষণ করে।

১ এর ঘ নং প্র. উ.

পল্টু বাবা-মা হারা হওয়ায় তার প্রতি চাচা নরেশ ও পরেশের ছিল অকৃত্রিম টান।

➧ নরেশ ও পরেশের ছোট ভাই তপেশ। তপেশ ও তার স্ত্রী কলেরায় মারা যায়। মৃত্যুর সময় তাদের একমাত্র পুত্র পল্টুকে তুলে দেয় নরেশ ও পরেশের হাতে। সেই থেকেই পল্টু তাদের চোখের মণি।

➧ নরেশ ও পরেশের চিন্তা-ভাবনা ও জীবনযাপন প্রণালীতে কোনো মিল নেই। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক, অন্যজন গোঁড়া বৈষ্ণব। তবে ভাতিজা পল্টুকে স্নেহ করার দিক থেকে কারোরই কমতি নেই।

➧ ছোট ভাইয়ের ছেলে পল্টুকে নরেশ ও পরেশ নিজেদের ছেলের মতোই ভালোবাসে। পল্টু অনাথ হওয়ায় সে ভালোবাসার মাত্রা অনেক বেশি। তাছাড়া পল্টু যে তাদের বংশের সর্বশেষ প্রদীপ। এ কারণে পল্টুর প্রতি তার চাচাদের মমতার শেষ নেই।

কাজী রকিব পেশায় সাংবাদিক হলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-যাপনের কারণে সবার কাছে পরিচিত। তিনি কখনো চলেন রাজার হালে আবার কখনো দীন-হীন বেশে। কখনো শোনেন রবীন্দ্রসংগীত আবার কখনো ব্যান্ড সংগীত, কখনো পরেন স্যুট আবার কখনো ঢোলা পাজামা-পাঞ্জাবি, কখনো ওঠা-বসা করেন সমাজের বিত্তশালীদের সঙ্গে, আবার কখনো মিশে যান জীর্ণ কুটিরে বসবাসকারীদের সঙ্গে। এমনই বিচিত্র মন-মানসিকতার অধিকারী কাজী রকিব।

ক. পল্টুর বাবার নাম কী? ১

খ. নরেশ ও পরেশের আকৃতি ও প্রকৃতি কেমন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নরেশ ও পরেশের বিপরীত মানসিকতা কীভাবে কাজী রকিবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মানুষের মনের রহস্য ভেদ করা দুরূহ ব্যাপার– 'মানুষের মন' এবং উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্র. উ.

ক. পল্টুর বাবার নাম তপেশ।

খ. নরেশ ও পরেশের মানসিক বৈপরীত্য তাদের বাহ্যিক আকৃতি প্রকৃতিতেও ফুটে উঠেছে।

➧ নরেশ ও পরেশ সহোদর হলেও তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। নরেশ দীর্ঘ দেহের অধিকারী। গাত্রবর্ণ শ্যামলা, নরেশ তার খোঁচা খোঁচা চুলে চিরুনি ব্যবহার করত না। তার চোখজোড়া ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। সূক্ষ্মাগ্র শুকপাখির ঠোঁটের মতো নাকের ওপর নেউলের মতো পুষ্ট গোঁফ। অন্যদিকে পরেশ উচ্চতার দিক থেকে ছিল খাটো। মাথার কোঁকড়া চুল বাবড়ির মতো বিন্যস্ত । চোখ দুটির মধ্যে তন্ময় ভাব। গোঁফ দাড়ি ছিল না, গলায় কণ্ঠী, কপালে চন্দন।

গ. নরেশ ও পরেশের মধ্যে স্বভাবগত যে বৈপরীত্য তা কাজী রকিবের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে।

➧ নরেশ ও পরেশের মধ্যে ছিল বিপরীতধর্মী মানসিকতা। নরেশের প্রবল আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানে। অন্যদিকে পরেশ আগ্রহ প্রকাশ করত বৈঞ্চব মতাদর্শে। নরেশ যেখানে থিওরি অব রিলেটিভিটি নিয়ে ব্যস্ত, পরেশ সেখানে যোগবাশিষ্ট রামায়ণে মগ্ন। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনে ছিল বৈপরীত্য। নরেশ কেমিস্ট্রিতে এমএ আর পরেশ সংস্কৃতে ডিগ্রি অর্জন করেছে সংস্কৃতে।

➧ উদ্দীপকের ব্যক্তি কাজী রকিবের মধ্যে বিপরীতধর্মী মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। যখন মন যা চায় তিনি তাই করেন। সে কারণে দেখা যায় যে তিনি কখনো রাজার হালে আবার কখনো দরিদ্র বেশে জীবন-যাপন করেন। বিচিত্র মন-মানসিকতার কারণে কাজী রকিব জীর্ণ কুটিরেও যান আবার বিত্তশালীদের সাথেও মিশে যান অনায়াসে। নরেশ ও পরেশের মধ্যে যে বৈপরিত্য তা কাজী রকিবের মধ্যেও বিদ্যমান। নরেশ ও পরেশ আলাদা ব্যক্তি সত্তা কিন্তু কাজী রকিব একক ব্যক্তি হয়েও তাঁর মাঝেই রয়েছে বিপরীতধর্মী মানসিকতা।

ঘ. বৈচিত্র্যপূর্ণ আচরণের কারণে মানুষের মন সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলার উপায় থাকে না।

➧ একই মায়ের সন্তান হলেও নরেশ ও পরেশের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বৈপরীত্য। তাদের রুচি-পছন্দ আলাদা। একজনের ঝোঁক বিজ্ঞানের দিকে অন্যজনের জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের দিকে। তাদের বিপরীত মানসিকতা আরও রহস্যময় হিসেবে প্রতীয়মান হয় যখন ভ্রাতুষ্পুত্র পল্টু অসুস্থ হয়ে পড়ে। পল্টুর চিকিৎসায় নরেশ ও পরেশের নিজস্ব অভিমতের প্রতিফলন ঘটলেও মুমূর্ষু অবস্থায় উভয়ই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সরে এসে একে অপরের পন্থা গ্রহণ করে। এ কারণে নরেশ পল্টুকে চরণামৃত সেবন করাতে তৎপর হয়, অন্যদিকে পরেশ যায় ডাক্তারকে ফোন করতে।

➧ কাজী রকিবের জীবন-যাপন অন্যদের চেয়ে আলাদা। তার চাল-চলন অন্যের জন্য সমস্যা তৈরি করেনি ঠিকই কিন্তু এ ধরনের জীবন-যাপন রহস্যাবৃত। তিনি একক ব্যক্তিসত্তা

হয়ে, অন্যদিকে নরেশ-পরেশ একই ছাদের নিচে থেকেও বিপরীতধর্মী আচরণ করেন। কাজী রকিব বিত্তশালীদের সাথে যেমন ওঠাবসা করতে পারেন, তেমনি মিশে যেতে পারেন দরিদ্রদের সাথে। কাজী রকিবের এই বিপরীতধর্মী মানসিকতা নরেশ ও পরেশের মাঝে আরও তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয় যখন তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়। তখন নরেশ ও পরেশ উভয়েই তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে সরে আসে।

- কাজী রকিবের আচরণের বৈপরীত্য অনেকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কেন তারা এমনটা করেন তা রহস্যাবৃত 'মানুষের মন' গল্পেও দেখা যায় নরেশ ও পরেশ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হলেও গুরুতর বিপদে তাদের অবস্থান পরিবর্তিত হয়। এ ধরনের অবস্থান পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। অর্থাৎ মানব মন অনেক রহস্যের আধার।

❑ পরীক্ষায় কমন উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর

১. পল্টুর কী রোগ হয়েছিল?
উত্তর : পল্টুর টাইফয়েড হয়েছিল।

২. 'মানুষের মন' গল্পে নরেশ ও পরেশ কে?
উত্তর : 'মানুষের মন' গল্পে নরেশ ও পরেশ সহোদর।

৩. পল্টুর বাবা-মা কোন রোগে মারা গিয়েছিল?
উত্তর : পল্টুর বাবা-মা কলেরা রোগে মারা গিয়েছিল।

৪. তারকেশ্বর কোন জেলার একটি থানা?
উত্তর : তারকেশ্বর হুগলি জেলার একটি থানা।

৫. কবিরাজ পল্টুকে কয়দিন চিকিৎসা করেছিলেন?
উত্তর : কবিরাজ পল্টুকে সাতদিন চিকিৎসা করেছিলেন।

৬. পরেশের গলায় কী পরা?
উত্তর : পরেশের গলায় কণ্ঠী পরা।

৭. পরেশ কী অবলম্বন করেছে?
উত্তর : পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেছে।

❑ পরীক্ষায় কমন উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর

১. নরেশ ও পরেশ বিয়ে করেনি কেন?
উত্তর : পৃথিবীর স্থায়িত্ব না থাকার কারণে নরেশ ও পরেশ বিয়ে করেনি।
নরেশ ও পরেশ উভয়ই শিৰিত ছিলেন। নরেশ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতেন। আর পরেশ মগ্ন থাকতেন ভক্তিমার্গে। তাদের মাঝে একটা বৈরাগ্য ভাব চলে আসে। পৃথিবীর অস্থায়িত্ব সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটা বিশেষ ধারণা জন্ম নেয়। তাই নরেশ ও পরেশ বিয়ে করেনি।

২. পরেশের বুকটা কেঁপে উঠেছিল কেন?
উত্তর : পল্টুর অসুখ ভালো না হওয়ায় পরেশের বুকটা কেঁপে উঠেছিল।
ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায়ও পল্টুর জ্বর কমছিল না। পরেশ পল্টুর মাথায় জলপট্টি দিতে লাগল। পল্টু প্রলাপ বকছে মা আমাকে নিয়ে যাও, বাবা কোথায়। পল্টুর মুখে এসব প্রলাপ শুনে পরেশের বুকটা অমঙ্গালের আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

➲ <u>সাধারণ</u>

১. বনফুল কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ⓚ খ
ⓚ ১৮৯৮ ⓚ ১৮৯৯ ⓚ ১৯০০ ⓚ ১৯০১

২. বনফুল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ক
ক বিহার খ মণিপুর গ কলকাতা ঘ দিলিস্ন

৩. বনফুল কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? — গ
ক ১৯৭৫ খ ১৯৭৬ গ ১৯৭৭ ঘ ১৯৭৮

৪. বনফুলের প্রকৃত নাম কী? — ক
ক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
খ বলচাঁদ মুখোপাধ্যায়
গ ভুপাল মুখোপাধ্যায়
ঘ বিক্রমচাঁদ মুখোপাধ্যায়

৫. বনফুল কী করতে কলকাতায় আসেন? — ঘ
ক ব্যবসা করতে খ চাকরি করতে গ আইন পড়তে ঘ ডাক্তারি পড়তে

৬. বনফুল কত বছর প্যাথলজিস্ট হিসেবে কাজ করেন? — গ
ক ২০ বছর খ ৩০ বছর গ ৪০ বছর ঘ ৫০ বছর

৭. বনফুল কোন সময় থেকে লেখালেখি করেন? — গ
ক শৈশব থেকে খ কৈশোর থেকে গ ছাত্রজীবন থকে ঘ চাকরিজীবন থেকে

৮. নিচের কোনটি বনফুলের রচনা? — ক
ক হাটেবাজারে খ বাড়ি থেকে পালিয়ে গ বিলাই ঘ যাচ্ছেতাই

৯. নিচের কোনটি বনফুলের রচনা? — ঘ
ক রাজাকারের ছড়া খ খাম খেয়ালি গ যাচ্ছেতাই ঘ বিন্দু বিসর্গ

১০. পাখির পৃথিবী নিয়ে বনফুলের বিখ্যাত রচনার নাম কী? — ঘ
ক দ্বৈরথ খ জঙ্গম গ স্থাবর ঘ ডানা

১১. বনফুল কোন পুরস্কারে ভূষিত হন? — গ
ক অস্কার পুরস্কার খ নোবেল পুরস্কার গ জগত্তারিণী পদক ঘ একাডেমি পুরস্কার

১২. সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসার অধিকারী কে? — খ
ক পরেশ খ নরেশ গ তপেশ ঘ পল্টু

১৩. দুই চোখে তন্ময় ভাব ছিল কার? — খ
ক নরেশের খ পরেশের গ তপেশের ঘ পল্টুর

১৪. পরেশের গলায় কী ছিল? — ক
ক কণ্ঠী খ হার গ মালা ঘ রব্দ্রাৰের মালা

১৫. মনের দিক থেকে নরেশ ও পরেশ উভয়েই কী ছিল? — ঘ
ক উদার খ সংস্কৃতিমনা গ সংকীর্ণ ঘ গোঁড়া

১৬. অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেছিল কে? ক
ক নরেশ খ পরেশ
গ সুরেশ ঘ তপেশ

১৭. থিওরি অব রিলেটিভিটি কার আগ্রহের বিষয়? ক
ক নরেশ খ পরেশ
গ তপেশ ঘ ভবেশ

১৮. স্বপাক নিরামিষ আহার করত কে? ঘ
ক তপেশ খ সুরেশ
গ নরেশ ঘ পরেশ

১৯. নরেশ ও পরেশ উভয়েই কী পাস করেছে? খ
ক বিএ খ এমএ
গ ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ আইন

২০. নরেশ কোন বিষয়ে এমএ পাস করে? খ
ক ফিজিক্সে খ কেমিস্ট্রিতে
গ বায়োলজিতে ঘ জিয়োগ্রাফিতে

২১. পরেশ কোন বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন? ক
ক সংস্কৃতিতে খ পালিতে
গ ফিজিক্সে ঘ কেমিস্ট্রিতে

২২. নরেশ ও পরেশ উভয়েই কী কাজ করে মোটা বেতন পেত? খ
ক চাকরি করে খ প্রফেসরি করে
গ লেখালেখি করে ঘ কলসালটেন্সি করে

২৩. নরেশ ও পরেশ যে বাড়িতে বসবাস করত, তা কী ধরনের সম্পত্তি? গ
ক অবৈধ সম্পত্তি খ পারিবারিক সম্পত্তি
গ পৈতৃক সম্পত্তি ঘ এজমালি সম্পত্তি

২৪. কোন উপলব্ধির কারণে নরেশ পরেশ বিয়ে করা থেকে বিরত থেকেছে? ক
ক পৃথিবীর অনিত্যতা সম্পর্কে
খ পৃথিবীর নিত্যতা সম্পর্কে
গ পৃথিবীর স্বার্থপরতা সম্পর্কে
ঘ পৃথিবীর হিংস্রতা সম্পর্কে

২৫. পল্টুর বাবার নাম কী? গ
ক নরেশ খ পরেশ
গ তপেশ ঘ সুরেশ

২৬. তপেশ ও তপেশের স্ত্রী মারা যায় কীভাবে? ঘ
ক ডায়রিয়া হয়ে খ ডেঙ্গুজ্বর হয়ে
গ ক্যান্সার হয়ে ঘ কলেরা হয়ে

২৭. পল্টুকে নিয়ে নরেশ ও পরেশ কোথায় ফিরে আসলেন? খ
ক ঢাকা খ কলকাতা
গ বর্ধমান ঘ বাঁকুড়া

২৮. নরেশ ও পরেশের চোখের মণিরূপে বেড়ে উঠছিল কে? গ
ক লাল্টু খ সেন্টু
গ পল্টু ঘ বল্টু

২৯. কত বছর বয়সে পল্টু অসুখে পড়ল? গ
ক চৌদ্দ বছর খ পনেরো বছর
গ ষোলো বছর ঘ সতেরো বছর

৩০. নরেশ পল্টুর চিকিৎসায় কাকে নিয়ে আসলেন? গ
ক কবিরাজ
খ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার
গ অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার
ঘ ফকির

৩১. পল্টুর জ্বর হওয়ার কয়দিনের মাথায় চিকিৎসা করতে কবিরাজ আসলেন? গ
ক পাঁচদিনের মাথায় খ ছয়দিনের মাথায়
গ সাতদিনের মাথায় ঘ আটদিনের মাথায়

৩২. কবিরাজ কয়দিন চিকিৎসার পরও পল্টুর জ্বর না কমে বেড়ে গেল? গ
ক পাঁচদিন খ ছয়দিন
গ সাতদিন ঘ আটদিন

৩৩. পল্টুর কোষ্ঠী নিয়ে পরেশ কোথায় ছুটে গেল? ক
ক জ্যোতিষীর বাড়ি খ ধর্মগুরুর বাড়ি
গ পরের বাড়ি ঘ কবিরাজের বাড়ি

৩৪. পরেশ পল্টুর হাতে কী বেঁধে দিল? খ
ক শৈবাল খ প্রবাল
গ তাবিজ ঘ ফিতা

৩৫. কোথায় গিয়ে ধরনা দিলে দৈব ওষধ পাওয়া যায়? ঘ
ক হুগলি খ বর্ধমান
গ ঢাকেশ্বরী ঘ তারকেশ্বর

৩৬. পরেশ তারকেশ্বর থেকে পল্টুর জন্য কী এনেছিল? খ
ক অমৃত খ চরণামৃত
গ প্রসাদ ঘ সন্দেশ

৩৭. পল্টু কিসে আক্রান্ত হয়েছিল? গ
ক ডেঙ্গুজ্বরে খ কলেরায়
গ টাইফয়েডে ঘ হাঁপানিতে

৩৮. ফোনে ডাক্তার বাবুকে ইনজেকশন দেওয়ার অনুরোধ করল কে? খ
ক নরেশ খ পরেশ
গ তপেশ ঘ সুরেশ

৩৯. পল্টুর অন্তিম অবস্থায় পল্টুকে চরণামৃত খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল কে? ক
ক নরেশ খ পরেশ
গ সুরেশ ঘ তপেশ

৪০. 'মঙ্গল মারকেশ' অর্থ কী? গ
ক গাছবিশেষ খ গ্রহবিশেষ
গ দেবতাবিশেষ ঘ প্রাণীবিশেষ

➲ বহুপদী সমাপ্তিসূচক

৪১. নরেশ ও পরেশ চরিত্রের বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়–
i. রুচিতে
ii. দৃষ্টিভঙ্গিতে
iii. জীবনাচরণে
নিচের কোনটি সঠিক? ঘ
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪২. নরেশ ও পরেশের চরিত্রের ব্যাপক বৈপরীত্য থাকলেও মিল ছিল–
i. দুজনেই পল্টুকে ভালোবাসতেন
ii. দুজনেই কলেজের প্রফেসরি করতেন

iii. দুজনেই অবিবাহিত ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক? ঘ

ক i ও ii　　খ i ও iii

গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৪৩. 'মানুষের মন' গল্প অবলম্বনে মানুষের মন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়–

i. মানুষের মন বড়ই বিচিত্র

ii. বিশেষ ঘটনায় মনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে

iii. অসহায় অবস্থায় মানুষ নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে

নিচের কোনটি সঠিক? ঘ

ক i ও ii　　খ i ও iii

গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

➲ **অভিন্ন তথ্যভিত্তিক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাকির সাহেব দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে ঢাকায় বসবাস করছেন। ঢাকার জীবন-যাপন ও সংস্কৃতির সাথে তিনি একাত্ম হয়ে গেছেন। ঢাকা ছেড়ে অন্যত্র থাকবেন এটা কখনো ভাবেননি। কিন্তু সেদিন বাসায় এসে ঘোষণা দিলেন তিনি আর ঢাকায় থাকবেন না। স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন গ্রামের বাড়ি রসুলপুরে।

৪৪. জাকির সাহেবের মানসিক অবস্থার এই পরিবর্তন কোন গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? গ

ক লালু　　খ তোতাকাহিনী

গ মানুষের মন　　ঘ বুলু

৪৫. জাকির সাহেবের মানসিকতা উক্ত গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহের মানসিকতার সাথে যেভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ–

i. দীর্ঘদিন একই মানসিকতা পোষণে

ii. আকস্মিক মানসিক পরিবর্তনে

iii. কোনো উপলক্ষ্য ছাড়াই মানসিক পরিবর্তনে

নিচের কোনটি সঠিক? গ

ক i ও ii　　খ i ও iii

গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii